The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

আল-খুলাফাউর রাশিদূন-এর রাজনৈতিক খুতবাসমূহ: একটি পর্যালোচনা

[POLITICAL SERMONS OF AL-KHULAFAUR RASHIDUN: A REVIEW]

Md. Shahinul Islam
Mphil Fellow, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 19 February 2025
Received in revised: 15 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Al-Khulafaur Rashidun, Context, Verious Political Sermons, Art form.

ABSTRACT

Language is one of the greatest gifts from Allah to humankind. Like all other languages of the world, Arabic possesses a rich and diverse literary heritage, among which khutbah literature holds a significant position. From the earliest stages of human civilization, people have recognized the power of speeches as a means to express ideas, influence others and communicate thoughts, emotions and visions in an effective and captivating manner. When refined and polished speech becomes eloquent, persuasive and aesthetically appealing. Political speeches, in particular, have always played a vital role in leadership and governance. A close examination of Al-Khulafaur Rashidun clearly demonstrates this. Their sermons addressed contemporary challenges, wars, governance issues, political leadership, public awareness, and various crises with remarkable wisdom and clarity. Their language was eloquent, pure and rich in rhetorical excellence. These sermons stand out as literary masterpieces, not only serving the needs of their own era but also offering invaluable knowledge, guidance, moral instruction, and inspiration for all generations to come.

ভূমিকা

ভাষা মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ উপহার। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত আরবী ভাষারও একটি সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডার রয়েছে। এ সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো খুতবা সাহিত্য। মানুষ পৃথিবীতে আগমনের পর থেকেই নিজেদের প্রয়োজনেই খুতবা বা ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। তাঁরা নিজেদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণা ও মতাদর্শ দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করার জন্য ভাষণকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। মানুষ তার আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনাকে বক্তব্যের মাধ্যমে অতি সুন্দর ও সার্থক ভাবে প্রকাশ করে অন্যদেরকে মুগ্ধ করে। বক্তব্য পরিপাটি ও পরিমার্জিত হলে তা হয়ে ওঠে সাবলীল ও শ্রুতিমধুর। মানুষ নেতৃত্ব ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক ভাষণকে অধিক কার্যকর মনে করে। বিশেষত আল-খুলাফাউর রাশিদূন-এর খুতবাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে তা সহজেই অনুমেয়। খলিফাগণ তাঁদের সমসাময়িক সমস্যা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাষ্ট্র পরিচালনা, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও নেতৃত্বসহ যাবতীয় সংকট এই খুতবার মাধ্যমে সমাধান করেছেন। তাঁদের ভাষা ছিল প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ ও বাগ্মিতায় পরিপূর্ণ। তাঁদের খুতবাসমূহ ছিল সাহিত্যিক শিল্পগুনে অনন্য। এসব খুতবা শুধু সমসাময়িক সমাজের জন্যই নয় বরং পরবর্তী সকল প্রজন্মের জন্য জ্ঞান, শিক্ষা, উত্তম উপদেশ ও প্রেরণার অমূল্য ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত হয়।

রাজনৈতিক খুতবার পরিচয়

রাজনৈতিক খুতবার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে اَلْخُطْبَةُ السِّيَاسِيَّةُ। আল-খুতবা (اَلْخُطْبَةُ) আল-খিতাবা (اَلْخِطَابَةُ) শব্দদুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবী, উর্দূ, ফার্সী এমনকি বাংলা ভাষাতেও এ শব্দ দুটির ব্যবহার পাওয়া যায়। اَلْخُطْبَةُ শব্দটি বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ এর مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ামূল। এটি একবচন, এর বহুবচন اَلْخُطَبُ ও اَلْخُطُبَاتُ। আভিধানিক অর্থ: উপদেশ, খুতবা, কথা, বাণী ও ভাষণ।[১] (اَلْخِطَابَةُ) শব্দটি بَابُ مُفَاعَلَةٌ-এর مصدر বা ক্রিয়ামূল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনে একাধিক স্থানে শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: [২] لَايَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا [তারা আল্লাহর সাথে কথা বলার অধিকার রাখেনা।] অপর এক স্থানে এসেছে, [৩] فَصْلَ الْخِطَابِ [এমন সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কথা যা অতি স্পষ্ট।] আর اَلسِّيَاسَيَّةُ অর্থ-শাসন করা,

পরিচলনা করা, চালানো। সুতরাং الخُطْبَةُ السِّيَاسِيَّةُ অর্থ হবে রাজনৈতিক কথাবর্তা। মনীষীগণ খুতবার পারিভাষিক সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। মাহমুদ ইবন জা'ফর বলেন- জনসমাবেশে রাষ্ট্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে ভাষণ প্রদান করা হয় তাই রাজনৈতিক খুতবা।[৪] মুহাম্মদ ইসমাইল 'আলী (১৮৬৮-১৯৩৭খ্রি.) বলেন,

الخِطَابَةُ السِّيَاسِيَّةُ: هِيَ الخُطَبُ الَّتِي تُلْقَى فِي شَأْنٍ مِنْ شُؤُونِ الدَّوْلَةِ أَوِ الخَاصَّةِ بِتَوْجِيهِ أُمُورِ الدَّوْلَةِ وَالحُكُومَةِ، سَوَاءٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورٍ مَحَلِّيَّةٍ دَاخِلِيَّةٍ أَمْ بِأُمُورٍ دَوْلِيَّةٍ خَارِجِيَّةٍ.[৫]

[রাজনৈতিক খুতবা হলো, রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত প্রদত্ত বক্তৃতা। চাই তা আঞ্চলিক বিষয় হোক বা বহির্মূখী আন্তর্জাতিক বিষয় হোক।]

মোট কথা রাজনৈতিক খুতবা বলতে বুঝায়, কোন রাজনৈতিক সমাবেশে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মাঝে যে খুতবা উপস্থাপন করা হয়। এ জাতীয় খুতবায় রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের প্রজা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ স্থান পায়। যথা- বিচার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, যুদ্ধ ও শান্তিচুক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, মানবাধিকার, বিশৃঙ্খলা দমন ইত্যাদি। রাজনৈতিক খুতবা প্রদানের ক্ষেত্রে খতীবকে কতিপয় বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। আর তা হলো, রাষ্ট্রের আইন-কানুন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক নীতিমালা, রাষ্ট্রের জনসাধারণের অধিকার ইত্যাদি। খতীবকে ব্যক্তিস্বার্থ ও অহংকার মুক্ত দেশপ্রেমিক হতে হয়। সাহসিকতা ও প্রমাণনির্ভর কথা বলার যোগ্যতা থাকতে হয়।

খুতবার ইতিহাস অতিপ্রাচীন। এটি মূলত মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন হতেই শুরু হয়েছে। বাকশক্তির অধিকারী মানব জাতির সৃষ্টির সাথে সাথেই তাদের প্রয়োজনের তাগিদে খুতবা সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। গবেষকদের মতে, খুতবা সাহিত্যের সূচনা প্রাচীন গ্রীক জাতি থেকে। যা খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দিতে শুরু।[৬] জাহিলী যুগে খুতবার বিকাশ ধারা আরো গতিলাভ করে। এমনকি খতীবদের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ড. শাওকী দাইফ বলেন, إِنَّ مَنْزِلَةَ الخَطِيبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ فَوْقَ مَنْزِلَةِ الشَّاعِرِ[৭] [জাহিলী যুগে খতীবদের মর্যাদা ছিল কবিদের উপরে।] এ যুগে খুতবা সাহিত্যে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, কুস বিন সায়িদা (মৃ. ৬০০খ্রি.), আকসাম ইবন সাইফী (মৃ. ৬১২খ্রি.), উতবা ইবন আবি রাবী'আ (মৃ. ৬৭৬খ্রি.) প্রমুখ। মহানবী সা.-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর অন্যান্য নবীদের ন্যায় তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহবান করেন। খুতবা দাওয়াতের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠে। ড. শাওকী দাইফ বলেন,[৮] إِذِ اتَّخَذَهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَاةً لِلدَّعْوَةِ إِلَى الدِّينِ[আর যখন রাসূল সা. বক্তৃতাকে দ্বীন প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে ছিলেন।] রাসূল সা. দীর্ঘ তেইশ বছর মক্কা ও মদিনার জনগণকে একক ও সমষ্টিগতভাবে তার আকর্ষণীয় বক্তৃতার মাধ্যমে দীনের দিকে আহবান জানান।[৯] বিশেষত বিদায় হজ্জে আরাফার ময়দানে রাসূল সা.-এর প্রদত্ত ভাষণ চিরদিন মানুষের কাছে অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। বিশ্বনবী সা.-এর ওফাতের পর সাহাবীগণের মধ্যে আল-খুলাফাউর রাশিদূন যথাক্রমে আবূ বকর সিদ্দীক, 'উমার ইবনুল খাত্তাব, 'উছমান ইবনুল 'আফফান এবং 'আলী ইবন আবি তালিব রা. ইসলামি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁরা প্রত্যেকে উঁচুমানের বক্তা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন।[১০] তাঁদের মাধ্যমে খুতবার ব্যাপক চর্চা ও বিকাশ লাভ হয়। তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে খুতবার উপর নির্ভর করতেন। রাজনৈতিক বিভিন্ন খুতবার মধ্যে রয়েছে, খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে প্রদত্ত খুতবা, আনুগত্যের শপথ নেওয়ার খুতবা, বিরোধ মীমাংসা বিষয়ে খুতবা, খিলাফত গ্রহণ বিষয়ে রাজনৈতিক খুতবা এবং প্রজাদের সাথে তার সম্পর্ক উন্নয়ন, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপরিকল্পনা ব্যখ্যা করে প্রদত্ত খুতবা। খলিফাগণ এ জাতীয় খুতবার মাধ্যমে জনসমর্থন ও লোকদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হন।

আল-খুলাফাউর রাশিদূন-এর রাজনৈতিক খুতবাসমূহ

আবূ বকর রা.-এর রাজনৈতিক খুতবা

ইসলামের প্রথম খলিফা আবূ বকর রা.-এর আসল নাম আব্দুল্লাহ।[১১] উপাধি সিদ্দীক ও আতীক। পিতার নাম 'উছমান ও তার উপাধি আবূ কুহাফা। মাতার নাম উম্মুল খাইর। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ৫৭২ মতান্তরে ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল সা.-এর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর খিলাফতের স্থায়িত্ব ছিল দুই বছর তিন মাস। তিনি ১৩হিজরী/ ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। রাসূল সা.-এর রওজার পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।[১২]

ক. বিশ্বনবী সা.-এর ওফাতের পর প্রদত্ত খুতবা

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে রাসূল সা.-এর ওফাতের পর পরবর্তী নেতৃত্ব নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে নানা মত পার্থক্য দেখা দেয়। তাঁদের অনেকেই রাসূল সা.-এর ইন্তিকালকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। আবূ বকর রা. এ উদ্ভূত পরিস্থিতিকে শান্ত ও স্বাভাবিক করার জন্য একটি যুগান্তকারী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তব্যের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল সা.-এর প্রতি দরুদ পেশ করেন। তারপর বিশ্বনবীর সা. উত্তম আখলাক ও সৎচরিত্রের বর্ণনা দেন। অতপর আল্লাহর নবীর প্রতি

সাহাবীদের অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেন। মুহাম্মদ সা. একজন মানুষ, তাই তিনি ইন্তিকাল করবেন এ কথাটি উপস্থিত সকলকে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ.[১৩]

[হে লোক সকল! যে মুহাম্মদ এর ইবাদত করে সে যেন মনে রাখে যে মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদত করে নিশ্চয় আল্লাহ চিরঞ্জীব তিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না।]

তিনি তার বক্তব্যে আরো বলেন,

وَخَلَّفَ فِيكُمْ كِتَابَهُ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِمَا عَرَفَ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَنْكَرَ.[১৪]

[তিনি রেখে গেছেন আল্লাহর কিতাব ও নবী সা. এর সুন্নাহ সুতরাং যে এ দুটি গ্রহণ করেছে সে মেনে নিয়েছে। আর যে উহার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে সে অস্বীকার করেছে।]

তাঁর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তৃতার ফলে সাহাবীদের মধ্যে বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতি শান্ত হয়। সকল সাহাবী অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, নবী সা. প্রকৃত পক্ষেই ইন্তিকাল করেছেন। আর তিনি উম্মতের জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর সুন্নাহ রেখে গেছেন।

খ. রিদ্দার যুদ্ধের সময় প্রদত্ত খুতবা

নবী সা.-এর ওফাতের পর কিছু মুসলিম নিজ ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করতে শুরু করে। তারা ছাগল ও উটের যাকাত দিতে অসম্মতি জানায়। এমনকি তারা ফরজ যাকাতের অংশ দিতে অস্বীকার করে, এমতাবস্থায় খলীফা আবূ বকর রা. অন্যান্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আবূ বকর রা. সকলের সামনে একটি জ্বালাময়ী বক্তব্য পেশ করেন। তিনি তার ভষণে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنْ كَثُرَ أَعْدَاؤُكُمْ، وَقَلَّ عَدَدُكُمْ، رَكِبَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ هَذَا الْمَرْكَبَ. وَاللهِ لَيُظْهِرَنَّ اللهُ هَذَا الدِّينَ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، قَوْلُهُ الْحَقُّ، وَوَعْدُهُ الصِّدْقُ... وَاللهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ، وَاسْتَعَنْتُ عَلَيْهِمْ بِاللهِ، وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِينَ.[১৫]

[হে মানুষ! তোমাদের শত্রু সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তোমাদের সংখ্যা কমে গেছে। শয়তান তোমাদেরকে এই পরিস্থিতিতে উপনীত করেছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ অবশ্যই এই দীনকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করবেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। তাঁর (আল্লাহর) কথা এবং প্রতিশ্রুতি সত্য। হে লোকসকল! আল্লাহর কসম, তারা যদি আমাকে একটি দড়ির বাঁধন (যাকাতের একটি অতি সামান্য জিনিস) দিতে অস্বীকার করে, তবুও আমি তার ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আর আমি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য কামনা করব আর আল্লাহই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।]

আবূ বকর রা.-এর এ খুতবা শুনে মুসলিম সমাজ নিশ্চিত হয়ে যায় যে, নতুন খলিফা দ্বিধাগ্রস্ত নন; বরং তিনি ইসলামের হুকুম, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও মুসলমানদের ঐক্য রক্ষায় অত্যন্ত দৃঢ় ও নীতিবান। তাঁর নির্দেশে বিদ্রোহ দমন শুরু হলে অল্প সময়েই দেশে আবার শৃঙ্খলা, শান্তি ও একতা ফিরে আসে। এই খুতবার ভাষার গভীরতা, স্পষ্টতা এবং তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব আজও মুসলিম বিশ্বের জন্য এক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হয়।

গ. আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে সম্প্রীতি স্থাপনে প্রদত্ত খুতবা

রাসূল সা.-এর ওফাতের পর খলিফা নির্বাচনের জন্য আনসার ও মুহাজির সাহাবাগণ সাকিফা বনী সা'আদাতে সমবেত হন। খতীবগণ তাঁদের মতামত পেশ করতে শুরু করেন এবং অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে আবূ বকর রা. কে খলিফা হিসেবে মনোনীত করা হয়।[১৬] তিনি হামদ ও ছানার পর এক রাজনৈতিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাদের পারস্পরিক বিরোধ নিরসনে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন,

وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! مَنْ لَا يَنْكُرُ فَضْلَهُمْ فِي الدِّينِ، وَلَا مُسَابَقَتُهُمُ الْعَظِيمَةُ فِي الْإِسْلَامِ، رَضِيَ اللهُ أَنْصَارًا لِدِينِهِ وَرَسُولِهِ، وَجَعَلَ إِلَيْكُمْ هِجْرَتَهُ، وَفِيكُمْ جُلَّةَ أَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَتِكُمْ، فَنَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْأَزْرَاءُ، لَا تُفْتَاتُوْنَ بِمُشَاوَرَةٍ وَلَا تُقْضَى دُونَكُمُ الْأُمُورُ.[১৭]

[আর হে আনসার সম্প্রদায়! দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমাদের মর্যাদা ও ইসলামে তোমাদের অগ্রগামী হওয়া অনস্বীকার্য। আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট যে, তার দীন ও রাসূলের প্রতি তোমরা সাহায্যকারী। তোমাদের প্রতি তাঁকে হিজরত করিয়েছেন। তোমাদের মাঝে রয়েছে তার সম্মানিত স্ত্রী ও সাহাবাগণ। সুতরাং প্রথম হিজরতকারীদের পরে তোমাদের সমমর্যাদার কেউ নেই। যদিও আমরা খলিফা তোমরাই সেই খেলাফতের পরামর্শ দাতা। তোমাদের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করা হবেনা।]

ঘ. নেতৃত্ব ও আনুগত্যের জন্য প্রদত্ত খুতবা

আবূ বকর রা.-এর এই রাজনৈতিক খুতবার মধ্য দিয়ে আনসারদের সাথে মুহাজিরদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। ফলে তাঁকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সকলেই সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করেন। তাই অবস্থার পরিপেক্ষিতে এ খুতবাটি ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ

রাজনৈতিক খুতবা। মদিনার খিলাফত ব্যবস্থার প্রাণশক্তি ছিল আনসার ও মুহাজিরগণ। তাই খিলাফতে আরোহণের পর আবূ বকর রা. আনসার ও মুহাজিরদের ইসলামের জন্য অবদান ও তাদের পারস্পরিক অধিকার সংরক্ষণে এক রাজনৈতিক ভাষণ প্রদান করেন,

أَيُّهَا النَّاسُ: نَحْنُ الْمُهَاجِرُونَ، أَوَّلُ النَّاسِ إِسْلَامًا، وَأَكْرَمُهُمْ أَحْسَابًا، وَأَوْسَطُهُمْ دَارًا، وَأَحْسَنُهُمْ وُجُوهًا، وَأَكْثَرُ النَّاسِ وِلَادَةً فِي الْعَرَبِ، وَأَمَسُّهُمْ رَحِمًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْلَمْنَا قَبْلَكُمْ، وَقَدَّمْنَا فِي الْقُرْآنِ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ" فَنَحْنُ الْمُهَاجِرُونَ وَأَنْتُمْ الْأَنْصَارُ، إِخْوَانُنَا فِي الدِّينِ، وَشُرَكَاؤُنَا فِي الْفَيْءِ، وَأَنْصَارُنَا عَلَى الْعَدْوَانِ، آوَيْتُمْ وَوَاسَيْتُمْ، فَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا، فَنَحْنُ الْأُمَرَاءُ، وَأَنْتُمْ الْوُزَرَاءُ، لَا تَدِينُ الْعَرَبُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَا تَنْفُوا عَلَى إِخْوَانِكُمْ مَا مَنَحَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ.[১৮]

[হে লোক সকল! আমরাই মুহাজির ইসলাম গ্রহনকারী প্রথম মানুষ, পদমর্যাদায় সবচেয়ে সম্মানিত, পরিবারের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থী। সর্বোত্তম চেহারার অধিকারী। আরবদের মাঝে সবচেয়ে বেশী জনগোষ্টি। আল্লাহর রাসূলের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু। আমরা তোমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কুরআনে তোমাদের উপর আমাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর বাণী: মুহাজির ও আনসারদের থেকে যারা সবার আগে ইমানের দাওয়াত গ্রহণ করেছে এবং যারা পরে নিষ্ঠাসহকারে তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি হয়েছেন। তার পরেও আমরা মুহাজির আর তোমরা আনসার। দ্বীনের ক্ষেত্রে আমরা ভাই ভাই। খারাজ ও বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদে আমরা সকলেই অংশিদার। শত্রুর মুকাবালায় আমরা সাহায্যকারী। তোমরা আশ্রয় ও সান্তনা দিয়েছ। আল্লাহ তোমাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমরা কখনো এ ঋণের কথা ভুলে যাবনা।]

আবূ বকর রা. এ খুতবা ছিল মুসলমানদের পারস্পরিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য উপযুক্ত ভাষণ, যা ঐক্যের দিকে ফিরিয়ে আনে। আবূ বকর রা.-এর নরম আচরণ অথচ দৃঢ় যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমেই অবশেষে আনসাররা সম্মত হন এবং মুসলিম উম্মাহ বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পায়। এই খুতবাটি মুসলিম ইতিহাসে নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা, সংকট সমাধান ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে উপমা তুল্য।

'উমার রা.-এর রাজনৈতিক খুতবা

উমার রা. ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কুনিয়াত ছিল আবু হাফছ।[১৯] তিনি কুরাইশ বংশের আদী গোত্রে ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[২০] নুবওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে ২৬ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। 'উমার রা. বদরসহ সব যুদ্ধে রাসূল সা.-এর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন তাবুক ব্যতীত। আবূ বকর রা.-তার শাসনামলে 'উমার রা. কে মদীনার বিচারক নিযুক্ত করেন। তিনি ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভীরু খলিফা ছিলেন। তাঁর আমলে ইসলামি রাষ্ট্র পৃথিবীর বৃহৎ অংশে বিস্তৃত হয় এবং প্রশাসন সুবিন্যস্ত হয়। তাঁর ইচ্ছার সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত নাযিল করেন যা তাঁর উচ্চ মর্যদার প্রমাণ। তিনি ২৪ হি./৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে শাহাদত বরণ করেন। তাঁকে আবূ বকর রা. এর রওজার পার্শ্বে দাফন করা হয়।[২১]

ক. খলিফার দায়িত্ব গ্রহণকালে প্রদত্ত খুতবা

উমার রা. খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর মিম্বরে উঠে প্রথম যে ভাষণটি প্রদান করেন। ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বর্পূ ভূমিকা রাখে। 'উমার রা. খুতবার শুরুতে আল্লাহর হামদ ও ছানা পেশ করেন। তারপর মানুষকে আল্লাহ ও শেষ বিচার দিনের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنِّي قَدْ وَلِّيتُ عَلَيْكُمْ، وَلَوْلَا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ خَيْرَكُمْ لَكُمْ، وَأَقْوَاكُمْ عَلَيْكُمْ، وَأَشَدَّكُمْ اسْتِطْلَاعًا بِمَا يَتَوَبُ مِنْ مُهِمِّ أُمُورِكُمْ، مَا تَوَلَّيْتُ ذَلِكَ مِنْكُمْ.[২২]

[হে মানব মণ্ডলি! আমি আপনাদের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছি। যদি আমার এ আশা না থাকতো যে, আমি হবো আপনাদের সবচেয়ে বেশী কল্যাণকামী, আপনাদের উপর সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাবান এবং আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ভার সর্বাধিক বহণকারী, তাহলে আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতাম না।]

উমার রা.-এর উল্লিখিত ভাষণটি শুধুমাত্র কিছু আর্কষণীয় শ্লোগান ও তেজোদ্দীপক শব্দেরই সমষ্টি নয়; বস্তুত এটাই হচ্ছে ইসলামী খিলাফতের নীতিমালা। খলিফা 'উমার রা. এই নীতিমালা খুব দৃঢ়তার সাথে পালন করেন। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করেননি। তিনি জনগণকে সমালোচনার অবাধ অধিকার প্রদান করেছিলেন। ফলে একজন সাধারণ নাগরিক খলীফার সমালোচনা করতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করত না। কেবল পুরুষ নাগরিকগণই এই সুযোগ ভোগ করতে পারত তা নয়, নারীরাও এই ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র পশ্চাদপদ ছিলনা। 'উমার রা.-এর আলোচ্য ভাষণটি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণাবলি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর দক্ষতা, যোগ্যতা দিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রদেশের শাসনকর্তাদের নিকট ফরমান জারি করেন।[২৩]

খ. রাষ্ট্রের কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্মচারীদের দায়িত্বশীলতা ও কর্মতৎপরতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল হলে রাষ্ট্র যন্ত্র সুন্দভাবে পরিচালিত হয়। তাই খলীফা 'উমার রা. রাষ্ট্রের কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন,

أَلَا وَإِنِّي إِنَّمَا أَبْعَثُ عُمَّالِي لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ، وَلَا أَبْعَثُهُمْ لِيَضْرِبُوا ظُهُورَكُمْ، وَيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقْصَّنَّكُمْ مِنْهُ. فَقَامَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتَ عَامِلًا مِنْ عُمَّالِكَ، فَأَدَّبَ رَجُلًا مِنْ رَعِيَّتِهِ فَضَرَبَهُ، أَتَقُصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَأُقْصَّنَّهُ مِنْهُ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ مِنْ نَفْسِهِ.[২৪]

[আমি কেবল আমার কর্মীদের তোমাদের দ্বীন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠাই। আমি তাদের তোমাদের জবরদস্তি করতে এবং তোমাদের টাকা-পয়সা লুট করতে পাঠাই না। যে কেউ এরকম কিছু দেখে, সে যেন আমাকে তা জানায়, কারণ যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, আমি এর প্রতিশোধ নেব। আমর ইবনুল 'আস দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার কি অভিমত? যদি আপনি আপনার একজন কর্মীকে তার প্রজাদের একজনকে ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠান এবং সে তাকে মারধর করে তাহলে আপনি কি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ,যার হাতে উমারের প্রাণ তার কসম! আমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। কারণ আমি আল্লাহর রাসূলকে দেখেছি, নিজে প্রতিশোধ নিতেন।]

'উমার রা.-এর প্রশাসনিক ঘোষণাটি কেবল নিয়ম-কানুনের ব্যাখ্যা নয়; এটি রাষ্ট্রচিন্তা, নেতৃত্ব ও সামাজিক ন্যায়বোধের এক অনন্য দিকনির্দেশনা। এতে প্রতিফলিত হয়েছে রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, আমলা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের স্বচ্ছ ধারাবাহিকতা এবং সামাজিক ন্যায়বোধ। এই ঘোষণার মাধ্যমে উমার রা.-এর রাজনৈতিক সাম্যবোধ, দায়িত্ববোধ এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি এত সহজে এবং এত প্রাঞ্জলভাবে ফুটে উঠেছে যে, তা আজও নেতা ও জনগণের জন্য একটি চিরন্তন অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর শব্দ ও ভাবের সরলতা, যুক্তির গভীরতা এবং নেতৃত্বের দৃঢ়তা এই খুতবাকে কেবল প্রশাসনিক দলিলই নয়; বরং সামাজিক ন্যায়, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা এবং মানবিক মূল্যবোধের এক অমর শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত।

'উছমান ইবন আফফান রা.-এর রাজনৈতিক খুতবা

উছমান ইবন আফফান রা. ইসলামের তৃতীয় খলীফা ছিলেন। তাঁর উপাধি আবু আমর ও আবু আব্দুল্লাহ। তিনি উমাইয়্যা বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৫৭৬খ্রি./৬৪৪হি. সনে আমূল ফিল (৫৭১খ্রি.) এর পরে জন্ম গ্রহণ করেন।[২৫] তিনি রাসূল সা.-এর দুই কন্যাকে বিবাহ করেন তাই তাকে যুন্নুরাইন উপাধি দেওয়া হয়। 'উমার রা.-এর ইন্তিকালের তিন দিন পর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে/২৪হিজরীর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৬] তাঁর খিলাফত কাল ছিল প্রায় বার বছর। তাঁর খিলাফত কালেই পবিত্র কুরআনের বিক্ষিপ্ত কপিগুলোকে সংগ্রহ, সংকলন ও একত্র করে বর্তমান কুরআন মাজিদের রূপ দেওয়া হয়। পরে বসরা, কুফা, মিসরসহ কিছু এলাকার কুচক্রীমহল তাঁর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং পবিত্র কুরআন তিলায়াতরত অবস্থায় হিজরী ৩৫ সনে জিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখে তাঁকে শহীদ করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।[২৭]

ক. খলিফার দায়িত্ব গ্রহণকালে প্রদত্ত খুতবা

খলিফা 'উমার রা.-এর ইন্তিকালের পর পরবর্তী খলিফা কে হবেন এ নিয়ে ছয়জন সাহাবীর সমন্বয়ে একটি শুরা কাউন্সিল গঠন করা হয়। এর সদস্যরা হলেন 'উছমান ইবন আফফান, 'আলী ইবন আবি তালিব, আব্দুর রহমান ইবন আউফ, সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ ও জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.। তাছাড়া আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার রা. যিনি তাঁদের সাথে ছিলেন উপদেশ প্রদানের জন্য, ভোট দানের জন্য নয়।[২৮] দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা পর আব্দুর রহমান ইবন আউফ রা. ঘোষনা করেন যে, লোকেরা 'উছমান রা-এর খেলাফতকে স্বীকার করছেন এবং আমি নিজেও তার প্রতি অনুগত্যের অঙ্গিকার করছি তখন সমস্ত মুসলিম এগিয়ে এসে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। এবং বাই'আত গ্রহণের পর 'উছমান রা. লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন,

إِنَّكُمْ فِي دَارِ القُلْعَةِ، وَفِي البَقِيَّةِ أَعْمَارٍ، فَبَادِرُوا أَجَالَكُمْ بِخَيْرٍ مَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، فَلَقَدْ أَتَيْتُمْ صُبِّحْتُمْ أَوْ مُسِّيْتُمْ إِلَّا وَأَنَّ الدُّنْيَا طُوِيَتْ عَلَى الغُرُورِ، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا، وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللهِ الغَرُورُ، اِعْتَبِرُوا بِمَنْ مَضَى ثُمَّ جِدُّوا وَلَا تَغْفَلُوا، فَإِنَّهُ لَا يُغْفَلُ عَنْكُمْ، أَيْنَ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا

وَإِخْوَانُهَا الَّذِينَ أَثَرُوهَا وَعَمَّرُوهَا، وَتَمَتَّعُوهَا طَوِيلًا، أَلَمْ تَلْفِظْهُمْ؟ ارْمُوا بِالدُّنْيَا حَيْثُ رَمَى اللهُ بِهَا، وَاطْلُبُوا الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ ضَرَبَ مَثَلًا، وَالَّذِي هُوَ خَيْرٌ فقال عزوجل: اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ.[২৯]

[(হে লোক সকল) তোমরা একটি অস্থায়ী ঘরে আছো। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো তোমরা পূরণ করছো। মৃত্যুর পূর্বেই তোমরা নেক কাজ করে নাও। সকাল-সন্ধা যে কোন সময় মৃত্যু চলে আসতে পারে। সাবধান! দুনিয়া পুরোটাই ধোঁকা। লক্ষ্য রেখো! যেন তোমরা ধোকা না খাও। শয়তান যেন আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে না দেয়, বিগত লোকদের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করো। দুনিয়াদাররা কোথায় গেল? যারা এক সময় দুনিয়ার পাগল ছিল। যারা দুনিয়া আবাদ করেছিল, তাতে উন্নতি, অগ্রগতি সাধন করেছিল। তারা কিছুকাল মাত্র ভোগ করেতে পেরেছিল। তারা কি দুনিয়া ছেড়ে যায়নি? তোমরা দুনিয়াকে নিক্ষেপ কর যেমনি আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন। এবং আখেরাতের প্রত্যাশী হও। আল্লাহ তায়ালা উত্তম উপমা পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন, (হে নবী) আপনি তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করুন আর তা হলো আকাশ হতে বর্ষিত পানির মত।]

খ. বিদ্রোহ দমনে প্রদত্ত খুতবা

'উছমান রা. এর খেলাফত কালে ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন সময় আন্দোলন ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। তিনি আলোচনা, পরামর্শ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে তার সমাধান খুজে বের করেন।[৩০] এবং তিনি ইসলামের আমানত খেলাফতের ব্যাপারে অত্যন্ত মজবুত ছিলেন। বিদ্রোহের সময় তিনি নিজেকে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করেন এবং বলেন,

فَقَالَ عُثْمَانُ: أَمَّا أَنْ أَتَبَرَّأَ مِنَ الإِمَارَةِ، فَإِنَّ أَنْ تَصْلُبُونِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَبَرَّأَ مِنْ أَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخِلَافَتِهِ. وَأَمَّا قَوْلُكُمْ تُقَاتِلُونَ مِنْ دُونِي، فَإِنِّي لَا آمُرُ أَحَدًا بِقِتَالِكُمْ، فَمَنْ قَاتَلَ دُونِي فَإِنَّمَا قَاتَلَ بِغَيْرِ أَمْرِي. وَلَعَمْرِي لَوْ كُنْتُ أُرِيدُ قِتَالَكُمْ، لَقَدْ كَتَبْتُ إِلَى الأَجْنَادِ، فَقَادُوا الجُنُودَ، وَبَعَثُوا الرِّجَالَ، أَوْ لَحِقْتُ بِبَعْضِ أَطْرَافِي بِمِصْرٍ أَوْ عِرَاقٍ. فَاللهَ اللهَ فِي أَنْفُسِكُمْ، فَأَبْقُوا عَلَيْهَا، إِنْ لَمْ تَبْقَوا عَلَيْهَا فَاتَّقُوا اللهَ جَلَّ وَعَزَّ، فَإِنَّ تَقْوَاهُ جُنَّةٌ مِنْ بَأْسِهِ وَوَسِيلَةٌ عِنْدَهُ. وَاحْذَرُوا مِنَ اللهِ الغَيْرِ، وَالْزَمُوا جَمَاعَتَكُمْ، لَا تُصِيرُوا أَحْزَابًا، "وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا".[৩১]

[আল্লাহর আদেশ ও তার খেলাফতের মহান দায়িত্বের অবহেলার চেয়ে আমার প্রাণ উৎসর্গ হওয়া আমার কাছে অধিক শ্রেয়। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি কাউকে আদেশ দিব না তাই আমি ব্যতীত যে কেউ যুদ্ধ করবে সে আমার আদেশ ছাড়াই যুদ্ধ করবে। যদি আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ চাইতাম তাহলে সেনা প্রধানদের নিকট লিখিত নির্দেশ পাঠাতাম, তারা যুদ্ধে লোক পাঠাতো অথবা আমি নিজেও মিসর, ইরাক অথবা অন্য কোন দলে অংশগ্রহণ করতাম। (যেহেতু তা হয়নি) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহভীতি বিপদ হতে বাঁচার ঢাল স্বরূপ এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। তোমরা জামা'আতকে আঁকড়ে ধর ও দলে-উপদলে বিভক্ত হয়োনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে অতঃপর তোমাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন ফলে তোমরা তাঁরই নিয়ামতে পরস্পরে ভাই-ভাই হয়ে গেছ।]

আলোচ্য খুতবার মধ্যে 'উছমান রা.-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। একজন রাজনীতিবিদ রাষ্ট্র প্রধান খিলাফতের মহান দায়িত্বকে তাঁর জীবন থেকেও বেশী ভালোবাসেন। এবং প্রজাদের সামনে নিজেকে অকপটে তুলে ধরে বিদ্রোহ দমনে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সচেষ্ট থাকেন।

'আলী রা.-এর রাজনৈতিক খুতবা

'আলী ইবন আবি তালিব রা. ইসলামের চতুর্থ খলীফা। তাঁর উপাধি ছিল আসাদুল্লাহ। কুনিয়াত আবু তুরাব ও আবুল হাছান। তিনি রাসূল সা.-এর নুবুওয়াতের দশ বছর পূর্বে মক্কা মুকাররামায় জন্ম গ্রহণ করেন।[৩২] বালকদের মধ্যে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল সা. এর চাচাত ভাই এবং জামাতা। তিনি মাত্র ৮-১০ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩৩] ৩৫ হিজরীতে খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ৪০ হিজরী ১৭ই রমজান শুক্রবারে কুফায় ইবন মূলজিমের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।[৩৪] ঐতিহাসিক আল-ওয়াকিদী বলেন, রাত্রিতেই তাঁকে দাফন করা হয় এবং তাঁর কবর অদৃশ্য করে দেওয়া হয়।[৩৫]

ক. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে প্রদত্ত খুতবা

৩৫ হিজরী ১৮ জিলহজ্ব/ ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে একদল দুর্বৃত্তের হাতে খলিফা 'উছমান ইবনে আফফান রা. শাহাদাত বরণ করেন। সে সময় যে সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবী মদিনায় উপস্থিত ছিলেন তারা খালিফা নির্বাচনে সমবেত হন। যোগ্যতা, দক্ষতা,

সাহসিকতা, সমরাভিযান ও নিকট আত্মীয়ের ভিত্তিতে ‘আলী ইবনে আবি তালিবকে সবচেয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন বিবেচনা করেন। তাই তারা ‘আলী রা.-এর হাতে বাই‘আত নিতে আগ্রহী হন কিন্তু ‘আলী রা. প্রথমে রাজি না হলেও নেতৃত্ব দানকারী সকল সাহাবীদের অনুরোধে সে সময়ের নাজুক অবস্থা দুরীকরণ, ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুতকরণ, বিদ্রোহীদের দমনার্থে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৩৬] পরবর্তী জুমু‘আর দিনে ‘আলী রা. মিম্বারে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর খুতবায় আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করেন তারপর বলেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ كِتَابًا هَادِيًا بَيَّنَ فِيهِ الخَيْرَ وَالشَّرَّ، فَخُذُوا بِالخَيْرِ وَدَعُوا الشَّرَّ. إِنَّ اللهَ حَرَّمَ حَرَامًا مَجْهُولًا، وَأَحَلَّ حَلَالًا غَيْرَ مَدْخُولٍ، وَفَضَّلَ حُرْمَةَ المُسْلِمِ عَلَى الحُرَمِ كُلِّهَا، وَشَدَّ بِالإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ حُقُوقَ المُسْلِمِينَ، وَالمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ إِلَّا بِالحَقِّ...[৩৭]

[আল্লাহ তায়ালা পথ পদর্শক এক কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে ভাল ও মন্দ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তোমরা যা ভাল তা গ্রহণ কর আর যা খারাপ তা পরিহার কর। আল্লাহ অনেক অজানা বিষয়কে হারাম করেছেন এবং অনেক বিষয়কে হালাল করেছেন। আর মুসলমানদের মর্যাদাকে সকল মর্যাদার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মুসলমানদের অধিকারসমূহকে ইখলাছ ও তাওহীদের মাধ্যমে দৃঢ় করেছেন। মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে তবে ন্যয়সঙ্গত বিষয় হলে ভিন্ন কথা।] এবং আল্লাহর বাণী,

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.[৩৮]

[যখন পৃথিবীতে তোমরা সংখ্যায় অল্প ও শক্তিতে দুর্বল ছিলে এবং এ আশঙ্কা করছিলে যে, লোকেরা তোমাদেরকে থাবা মেরে নিয়ে যাবে। তখন তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দান করেছেন, আপন সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তি যুগিয়েছেন, এবং উত্তম খাদ্য দ্বারা তোমাদের রিযিক দান করেছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।]

বলাবাহুল্য আমিরুল মুমিনীনের এ খুতবা ছিল পূর্ণ স্থান কাল উপযোগী। ঠিক সংবেদনশীল স্থানটিতেই আঘাত করেছিলেন এবং মূল ব্যাধিস্থলটিতেই অঙ্গুলি স্থাপন করেছিলেন। কেননা ইতিহাসের সেই ক্রান্তিলগ্নে মুসলিম উম্মাহ যে ভয়াবহ বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল তাহলো মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর অসম্মান ও নিরাপত্তাহীনতা। তাই তিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে এমনকি পশুপাখিদের ব্যাপারেও আল্লাহর ভয় জাগ্রত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিলেন।

খ. জিহাদ ও দেশ রক্ষার গুরুত্বে প্রদত্ত খুতবা

খিলাফতের শুরুর সময়ে মুসলিম সমাজ নানা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। একদিকে অভ্যন্তরীণ মতভেদ অন্যদিকে রাজনৈতিক টানাপোড়েন।[৩৯] এই সময় শামের গভর্নর মুয়াবিয়া এবং তার অনুসারীদের সাথে ‘আলী রা. এর বাহিনীর সংঘর্ষের পটভূমি তৈরি হয়।[৪০] যখন‘আলী রা.-এর সৈন্যদের মধ্যে দ্বিধা ও অনীহা দেখা দেয় তখন তিনি খুতবায় জিহাদকে একটি পূত-পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করেন যা কেবল যুদ্ধ নয়, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতীক। ‘আলী রা. তাঁর সেনাদের মধ্যে যে অলসতা, ভোগবিলাস ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি দেখেছিলেন, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এই খুতবা কেবল সামরিক আহ্বান নয়, বরং আত্মশুদ্ধিরও আহবান যে, জিহাদ শুরু হয় আত্মা থেকে এবং বিস্তৃত হয় সমাজ পর্যন্ত। অত:পর এক দীর্ঘ খুতবা প্রদান করেন।[৪১] খুতবার অংশ বিশেষ প্রদত্ত হলো,

امَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَتَحَهُ اللهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ، وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى، وَدِرْعُ اللهِ الحَصِينَةُ، وَجُنَّتُهُ الوَثِيقَةُ، فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ الذُّلِّ، وَشَمِلَهُ البَلَاءُ، وَدُيِّثَ بِالصَّغَارِ وَالقَمَاءَةِ وَضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالأَسْهَابِ وَأُدِيلَ الحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الجِهَادِ، وَسِيمَ الخَسْفَ، وَمُنِعَ النَّصْفَ، أَلَا وَإِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هٰؤُلَاءِ القَوْمِ لَيْلاً وَنَهَاراً، وَسِرّاً وَإِعْلَاناً، وَقُلْتُ لَكُمْ: اغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ، فَوَاللهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلاَّ ذَلُّوا، فَتَوَاكَلْتُمْ وَتَخَاذَلْتُمْ حَتَّى شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الغَارَاتُ وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الأَوْطَانُ.[৪২]

[হে মানুষ! শুনে রাখো! জিহাদ জান্নাতের এক বিশেষ দরজা। মহান আল্লাহ এটি উন্মুক্ত করেছেন কেবল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রিয় বান্দাদের জন্য। জিহাদ হলো তাকওয়ার বর্ম, আল্লাহর অটল দুর্গ, আর তাঁর শক্তিশালী ঢাল। যে ব্যক্তি তা অবহেলো করে দূরে সরে যায়, আল্লাহ তাকে অপমানের পোশাক পরিয়ে দেন, দুর্ভাগ্যের স্রোতে নিক্ষেপ করেন, লাঞ্ছনা ও হীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে দেন, তার অন্তরকে কাপুরুষতার অন্ধকারে ঢেকে দেন, আর সত্য ও ন্যায় তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তখন সে হয়ে যায় অবমাননার পাত্র, ন্যায় থেকে হয় বঞ্চিত, অপমানের ভারে নুয়ে পড়ে। হে জনগণ! আমি তোমাদেরকে বারবার আহ্বান করেছি দিনে ও রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। আমি বলেছি: ‘তাদেরকে আক্রমণ করো, এর আগে যে তারা তোমাদের উপর আক্রমণ চালায়।’ আল্লাহর কসম! কোনো জাতি নিজের ঘরে বসে আক্রান্ত হয়েছে অথচ

তারা পরাজিত হয়নি এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। কিন্তু তোমরা অবহেলা করলে, পরস্পরের উপর দায়িত্ব ঠেলে দিলে, দুর্বলতা দেখালে এমনকি তোমাদের ঘরে ঘরে হামলা হলো, আর তোমাদের ভূ-খণ্ড শত্রুর হাতে চলে গেল।]

'আলী রা. এই খুতবার মাধ্যমে মানুষের স্বভাবজাত ত্রুটিগুলো তুলে ধরে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন জিহাদ অপমান-অপদস্থতা থেকে নিজ জাতিকে রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। শুধু তাই নয় সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ।

আল-খুলাফাউর রাশিদূন-এর খুতবার শিল্পরূপ

রাজনৈতিক খুতবার অনেক শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিভিন্ন খুতবার মধ্যে আমরা তা দেখতে পাই। আল-খুলাফাউর রাশিদূন-এর যুগে যে রাজনৈতিক শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ।

শব্দগত বৈশিষ্ট্য

আল-খুলাফাউর রাশিদূন আবূ বকর, উমার, 'উছমান র ও 'আলী রা. তাঁরা সকলে আরবী ভাষাভাষি ছিলেন। তৎকালীন আরবের প্রথানুযায়ী শৈশবকাল হতে আরবী ভাষা চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। ফলে জুম'আ ও দু-ঈদের খুতবাসহ অন্যান্য খুতবায় তাঁদের ব্যবহৃত আরবী ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ সাবলীল ও প্রাঞ্জল। শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনে তাঁদের ছিল অসামান্য অবদান। আল্লামা জাহিয যথার্থই বলেন: "রাসূল সা. এমন এক জাতির কাছে আগমণ করেন যাদের সুনামের অনুঘটক হলো বাকপটুতা, শব্দালংকার, উপস্থাপনা আর বাগ্মিতার জন্য তাঁরা গৌরব বোধ করতেন। সমাজে যদি কোন ব্যক্তি এগুলো হতে বঞ্চিত হত সে সম্মান ও মর্যাদা পেত না।[৪৩] মাহমুদ শুকরী আল-আলুসী খুলাফা রাশিদা যুগের খুতবার ভাষা-বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক সম্পর্কে বলেন,[88] فَهِيَ الغَايَةُ فِي الفَصَاحَةِ وَالمُنْتَهَى فِي البَرَاعَةِ وَالبَلَاغَةِ. [এ সকল খুতবা বিশুদ্ধতায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং উৎকর্ষতা ও আলঙ্কারিক সাজ-সজ্জায় চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছেছিল।]

সাজা: একই মাত্রা ও পরিমিতিতে কথার ধারাবাহিকতাকে সাজা বলে।[৪৫] বিশ্বনবী সা. মদিনায় আগমনের পর প্রথম যে সকল খুতবা দিতেন তার মধ্যে নিম্নের অন্তমিলসমৃদ্ধ খুতবাটি উল্লেখযোগ্য।

قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ[৪৬]

[হে মানবমন্ডলি! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ, মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে নামায পড়। ফলশ্রুতিতে নিরাপদে ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।] সাজা তৈরিতে লৌকিকতা থাকে বিধায় পরবর্তীতে নবী সা. সাজা তৈরি নিষেধ করেন। এবং তাঁকে প্রশ্ন করা হলে বলেন, আল্লাহর বাণী, [৪৭] ﴿وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ﴾ [আমি কৃতিমতা প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।] তাই 'উমার রা. এর দরবারে সুবহার আল-আবদীর সাজা সমৃদ্ধ ভাষণ, পছন্দ করেননি। তাকে প্রশ্ন করেন أسجاع انت أم مخبر؟ তুমি কী কোন সাজা তৈরি করছ না সংবাদ দিচ্ছ? খুলাফা রাশিদার যুগে ভণ্ড নবী দাবিদার মুসায়লামাতুল কাযযাবের কিছু খুতবায় সাজা দেখা যায়। সে খুতবার দুটি বাক্য। لِمَنْ سَمِعَ، [৪৮] سَمِعَ اللهُ أَطْعَمُهُ بِالخَيْرِ إِذْ طَمَعَ. [আল্লাহ শুনেন তার কথা যে তাঁর কথা শুনে। তিনি তাকে ভালো আহার করান, যখন সে ক্ষুধার্ত হয়।]

প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার: মানবসমাজের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন সত্যের স্মারক কোন জনপ্রিয় বিদ্রূপাত্মক সংক্ষিপ্ত উক্তিকে প্রবাদ বলে।[৪৯] প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার রাজনৈতিক খুতবার আরেকটি ঘটনা। রাজনৈতিক খুতবায় প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার শ্রোতার হৃদয় অনুরণিত করে, অর্থের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। প্রবাদ বাক্যের আরবী হল أمثال. الحكم و الأمثال এর এক বচন مثل যার অর্থ উপমা, حكم এর এক বচন حكمة যার অর্থ প্রজ্ঞা। শব্দটি পবিত্র কুরআনে এসেছে। يُؤْتِى الحِكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا[৫০] [আল্লাহ যাকে চান হিকমাহ দান করেন। আর যাকে হিকমাহ দান করা হয় বস্তুত তাকে অনেক কল্যাণ দান করা হয়।] আবূ বকর রা. এই হিকমার অধিকারী ছিলেন। রাসূল সা.-এর ওফাতের পর বিভিন্ন জাতি ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল আবূ বকর রা. হিকমার প্রজ্ঞার দ্বারাই একত্রিত করেছিলেন।[৫১] তিনি ঐক্য ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ রিদ্দার যুদ্ধ।[৫২]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় প্রাক ইসলামী যুগে খুতবা সাহিত্যের যে বীজ অংকুরিত হয়েছিল আল-খুলাফাউর রাশিদূন-এর যুগে এসে তা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রস্ফুটিত হয়। তাঁরা খুতবার চর্চা ও বিকাশে অসাধারণ অবদান রাখেন। তাঁরা সকলেই বিশুদ্ধভাষী বাগ্মী ছিলেন। বিভিন্ন সময় ও প্রেক্ষাপটে নানান বিষয়ে খুতবা প্রদান করেছেন। আল-খুলাফাউর রাশিদূন-এর খুতবাসমূহ পর্যালোচনা করলে যতটুকু জানা যায় তাঁদের খুতবাসমূহ ছিল সহজ-সরল, সুন্দর শব্দচয়ন, আকর্ষণীয় বাক্যবিন্যাস এবং সাববীল ভাবার্থবোধক। তাঁরা বিভিন্ন ঘটনা, অভিযান পরিচালনা, সেনাপতিদের উপদেশ এবং তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাত কেন্দ্রিক বহু বক্তৃতা দিয়েছেন, যা চির দিন স্মরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। আল-খুলাফাউর রাশিদূন কর্তৃক প্রদত্ত রাজনৈতিক খুতবাসমূহ আজও আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। তাঁদের খুতবাসমূহ যেমনি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১২৪।

[২] সূরাহ আন-নাবা: ৩৮।

[৩] সূরাহ আস-সাদ: ২০।

[৪] মাহমূদ ইবন জা'ফর, *কিতাব আন-নাকৃদ আন-নাছর* (কায়রো: দারু আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা, ১৯৩৩ খ্রি.), পৃ. ৮৩-৮৪।

[৫] মুহাম্মদ ইসমাইল 'আলী, *ফান্নু আল-খিতাবা ওয়া মাহারাত আল-খাতীব* (কায়রো: দার আল-কালিমা, ১৯১৬ খ্রি.) পৃ. ২৫৯।

[৬] ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, *ফান্নু আল-খিতাবা* (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ৩।

[৭] ড. শাওকী দাইফ, *আল-ফান্নু ওয়া মাযাহিবুহু ফিন নাসরিল আরাবী* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৪৬ খ্রি.), পৃ. ২৮।

[৮] শাওকী দাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ১০৬।

[৯] ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, *হযরত রাসূলে করীম (সা): জীবন ও শিক্ষা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ১২৪।

[১০] ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫।

[১১] আবূ উমার ইউসুফ ইবন আব্দুল বার, *আল-ইস্তি'য়াব ফি আসমাইল আসহাব*, ২য় খণ্ড (মিসব: আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যাহ, ১৯৩৯ খ্রি.), পৃ. ২৩৪।

[১২] ইবন আল-জাওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলুক ওয়াল উমাম*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আলামিয়্যা, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ৫৩; আবুল হাসান আর-রাওহী, *বুলগাতুয যোরাফা ফী তারীখিল খুলাফা* (কায়রো: ইদারাতু তাহকীকিল মাখতুতাত ওয়া কুতুবিত তুরাছ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১০৮-১০৯।

[১৩] ইবন আব্দ রাব্বিহ, *আল-'ইকদুল ফরীদ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১৫০।

[১৪] আহমাদ যাকী সাফওয়াত, *জামহারাতু খুতাবিল আরাব*, ১ম খণ্ড, (মিসর: মাতবা'আতু মুস্তাফা আলবানী আল-হালাবী, ১৯২৩ হি.), পৃ. ৯০-৯১।

[১৫] আহমাদ যাকী সাফওয়াত, *জামহারাতু খুতাবিল আরাব*, পৃ. ৯০-৯১।

[১৬] ইবন কাছির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯২ খ্রি.),পৃ. ২৪৮।

[১৭] আহমাদ যাকী সাফওয়াত, *জামহারাতু খুতাবিল আরাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩।

[১৮] ইবন আব্দ রাব্বিহ, *আল-ইকদুল ফারীদ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১৫০; আহমাদ যাকী সাফওয়াত, *জামহারাতু খুতাবিল আরাব*, পৃ. ৬৩।

[১৯] বদরুদ্দীন আল-আয়নী, *উমদাহ আল-কারী*, ১৬ খণ্ড (কায়রো: ৭৬২ হি.) পৃ. ১৯২।

[২০] ইবন আব্দুল বার, *আল-ইস্তিয়াব*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাত আন-নুহদা, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৪৫০।

[২১] *আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলুক ওয়াল উমাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১; আল ই'য়াকুবী, *তারীখু ইয়াকুবী*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু বৈরূত, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ১৩৯।

[২২] আহমাদ যাকী সাফওয়াত, *জামহারাতু খুতাবিল আরাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০; তারীখ আত-তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫; শরহু ইবন আবিল হাদিদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৪।

[২৩] কাজী মুহাম্মদ ইবন আহমাদ কানআনী, *তারীখুল খুলাফা আর-রাশিদা* (বৈরূত: মুআসসাসাতুল মাআরিফ, ১৪১৭ হি.), পৃ. ১১৭।

[২৪] আহমাদ যাকী সাফওয়াত, *জামহারাতু খুতাবিল আরাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭; ইবন আব্দ রাব্বিহ, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, ৪র্থ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০।

[২৫] সাদিক উরজুন, *'উছমান ইবন আফফান* (রিয়াদ: আদ-দার আস-সাউদিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.),পৃ. ৪৫।

[২৬] শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, *আসমাউর রিজাল* (ঢাকা: আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ২০০২খ্রি.) পৃ. ৬১।

[২৭] আহমাদ ইবন ইয়াকুব, *তারীখু ইয়াকুবী* (মাতবা'আতুল গারা, ১৩৫৮হি.), পৃ. ১৬২-১৬৬; *আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মূলুক ওয়াল উমাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪; ফী তারীখিল খুলাফা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩।

[২৮] কাজী মুহাম্মদ ইবন আহমাদ কানআনী, *তারিখুল খিলাফা আর-রাশিদা*, পৃ. ২৫২।

[২৯] আহমাদ যাকী সাফওয়াত, *জামহারাতু খুতাবিল আরাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০; মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখ আত-তাবারী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।

[৩০] কাজী মুহাম্মদ ইবন আহমাদ কানআনী, *তারীখুল খুলাফা আর-রাশিদা*, পৃ. ২৫৩।

[৩১] আহমাদ যাকী সাফওয়াত, *জামহারাতু খুতাবিল আরাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪-১০৫।

[৩২] ইবন সা'য়াদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫।

[৩৩] ইবন আব্দুল বার, *আল-ইস্তি'য়াব*, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০।

[৩৪] ইবন সা'য়াদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১-১২।

[৩৫] *ফী তারীখিল খুলাফা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯- ৩০; *তারীখু ইয়াকুবী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮।

[৩৬] কাজী মুহাম্মদ ইবন আহমাদ কানআনী, *তারীখুল খলাফা আর-রাশিদা*, পৃ. ৩৪১।

[৩৭] সাইফ ইবন উমার, *আল-ফিতনা ওয়া ওয়াকিআতিল জামাল* (দারুন নাফাইস, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৯৫।

[৩৮] সূরাহ আল-আনফাল, আয়াত: ২৬।

[৩৯] আব্দুস সাত্তার, *'আলী ইবন আবি তালিব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮-৩৬০।

[৪০] ইবন কাছির, *আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়া*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত: মাকতাবাতু আল-মা'আরিফ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২২৬-২৩০।

[৪১] ইবন আব্দ রাব্বীহ, *আল-'ইকদুল ফরীদ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ১৬০।

[৪২] আল্লামা শরীফ রিদা, *নাহজুল বালাগাহ* (বৈরূত: মুআস্সাসাতুল মা'আরিফ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৪০; আহমাদ যাকী সাফওয়াত, *জামহারাত খুতাবিল 'আরাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০।

[৪৩] আল-জাহিয, *আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন*, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪।

[৪৪] মাহমুদ শুকরী আল-আলুসী, *বুলুগ আল-আরব*, ৩য় খণ্ড (মিসর: দার আল-কিতাব, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৮৯।

[৪৫] মুরতাজা যুবাইদী, *তাজুল 'আরুস*, ৫ম খণ্ড (মিসর: আল-মাতবা'আতুল খাইরিয়্যাহ ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩৭৫।

[৪৬] ইবন আব্দ রাব্বিহ, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩।

[৪৭] সূরাহ আস-সোয়াদ, আয়াত: ৩৮।

[৪৮] ইবন জারীর তাবারী, *তারীখু আত-তাবারী*, পৃ. ৪৯৮।

[৪৯] আব্দুল কাদির আর-রাজী, *আল-আমছাল ওয়াল হিকাম* (দামেস্ক: মাজমাউ আল-লুগাতিল আরাবিয়্যা, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১৪।

[৫০] সূরাহ আল-বাকারা, আয়াত: ২৬৯।

[৫১] আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক* (রিয়াদ: বায়তু আফকারিদ-দাওলিয়্যাহ, ৩১০ হি.), পৃ. ২২১।

[৫২] ইমাম মোহাম্মাদ আবু যাহরা, *আল-খিতাবা উছূলুহা তারীখুহা* (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৩৪ খ্রি.) পৃ. ২৬৭।